

সন - ১৪২৬



আমাদের স্বাধীন কলম

A H N A

# সূচীপত্র

## কবিতা

অ-পদার্থ	শুভঙ্কর দেব
পাপ নিধন	স্মৃতি বেগ বিশ্বাস
আবার শীতে	সোহান ঘোষ
উপহার	বসুন্ধরা হালদার
যবনিকা	রাজর্ষি চক্রবর্তী
একটুকরো চিরকুট	দেবার্ঘ্য চক্রবর্তী
এখানে খুব বৃষ্টি	সায়ক চক্রবর্তী

## গল্প

তুমি অন্য কারো	আনিকা তাবাসসুম বৃষ্টি
হতে পারো না	

## প্রবন্ধ

বস্তুবাদ বনাম	রীতা ঘোষাল
আধ্যাত্মিকতাবাদ	

## অঙ্কন

অনুষ্কা রায় , শ্রেয়সী বিশ্বাস,  
নিলোফার আলি শা

## ফোটোগ্রাফি

রূপম মাল, অহনা বেরা [প্রচ্ছদ]

## ট্রাভেল লগ : লখনৌ

দেবার্ঘ্য চক্রবর্তী

## কুইজ

অরিন্দ্র গুপ্ত

## সুদোকু

## অ-পদার্থ

...শুভঙ্কর দেব

শেষ কুড়ি মিনিটে টানা ছ'বার চেষ্টা করার পর তোমায় ফোনে পেলাম ,

গত দু'দিনে তুমি তৃতীয় ব্যক্তি যাকে ফোনে পাইনি আমি ।

আমাকে আরেকটু থাকতে হবে, অন্তত আর কটা দিন।

গত কয়েক বছরে পৃথিবীর অর্থ বদলে গেছে আমার কাছে।

একটা প্রকান্ড বড় মাঠের এক পাশে বসে ক্রমশ পৃথিবীকে এক ধার থেকে অন্ধকার হয়ে আসতে দেখি আমি।

অপেক্ষা করি কখন এই বাপ-মা'হীন অপদার্থটা ছিটকে বেরিয়ে আসবে নিজের আয়ু রেখা থেকে।

আমার মেয়ে জল ভরতে পারে, থালা মাজতে পারে, মুড়ি খেতে খেতে সিনেমা দেখতে পারে, প্রয়োজনে আধ পেটা খেয়েই ঘুমিয়ে পড়তে পারে এগারো ঘণ্টার জন্যে, কলিং বেলের শব্দে দৌড়ে খুলতে পারে দরজা।

আমি ক্রমশ সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছি, ফিরতে পারিনি নিজের সামান্য সঞ্চয়ের রাজ্যে।

আমি বিকেলে যখন ওকে নিয়ে পার্কে বেড়াতে যাবো , হয়তো পৃথিবী তখনও তার অক্ষে ফিরতে পারেনি।

একটা বেল ফুল গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখছে চায়ের দোকানে দেবতা আর বিজ্ঞানীরা বসে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করছে।

ঠিক তখনই তুমি আমাদের পাশের বেঞ্চে বসবে । তোমার ঠোঁট হয়ে হাওয়ার মত বেরিয়ে আসছে স্বপ্ন, বুদবুদ।  
আকাশে উঠছে আর ফেটে পড়ছে একটার পর একটা।

আমার আঁটটা বসন্ত দেখা মেয়ের চোখ পড়বে তোমার দিকে। আমার হাত ছাড়িয়ে তুমি কোলে তুলে নেবে ওকে।

আমি লুকিয়ে পড়বো বেল গাছ টার আড়ালে, পৃথিবীর আড়ালে।

অপদার্থ মানুষের পিতৃসত্ত্বা খানিকটা ডুমুর ফুলের মত।

জানো তো , ও কিছুক্ষণ হাউ মাউ করে কাঁদবে, প্রায় ঘণ্টা দেড়েক। চুপ করে থাকতে থাকতে আবার ফুপিয়ে উঠবে সন্ধেবেলা, রাতে, মাঝরাতে, ভোরে , কাল সকালে।

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি মানুষ ভুলে যায় বলেই মনে রাখা শব্দটা আবিস্কৃত।

আমি পারলাম না। তুমি ওকে সামলে নিও এবারটায়।



অহনা বেরা

## পাপ নিধন

...স্মৃতি বেগ বিশ্বাস

আসছে মা দুগ্ধা এবার প্রতিবারের মত  
ঘরে-ঘরে সাজ সহযোগ চলছে কত-শত।  
শরৎ-আকাশ বলছে হেসে খুশির খেয়া বাও,  
শেফালিকার সুবাসটুকু প্রাণের মাঝে নাও।  
কাশফুলে ঐ লাগছে মাতন শ্বেতপদ্মে দোল  
মা দুগ্ধা বলছে হেঁকে মর্ত-দুয়ার খোল।  
অসুর নিধন করার তরে দশ হাতে মার অস্ত্র  
সেই খবরে চরাচরে দানব কি হয় ত্রস্ত !  
জীবনে আজ আলো নেবা, আঁধার-ঘেরা ঘর  
মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি, মানুষ ভয়ঙ্কর ।  
স্বার্থ খেলায় মগ্ন মানুষ লাভের অঙ্ক কষতে  
বিবেকবোধে পায়না বাধা দুর্বলকে শুষতে।  
তাই বলি মা এসো না আর কেলেঙ্কারী দেখতে  
নীতিভ্রষ্ট সন্তানদের পারবে না গো সইতে।  
তবু যদি আসো তুমি দস্যু-দানব মারতে  
কঠোর তোমায় হতেই হবে দুষ্ট-দমন করতে।  
ত্রিনয়নী দুগ্ধা তুমি জগৎমাতা নাম  
পাপ নিধনে গড়ো তুমি পুণ্য ধরাধাম ॥

## আবার শীতে

সোহান ঘোষ

আবার শীতে নাম করেছি জ্বরের ঘোরে ।  
ঝগড়াবিবাদ , কান্নাকাটি , সেসব ভুলে  
মায়ের মত আদর না হোক , জাপটে ধরে ,  
মোক্ষম এক ওষুধ এনে , কপাল ছুঁলে ।

থমথমে ঠোঁট , এখন কথার গুদামঘরে ,  
মজুত থাকা আবেগ ফোটার বিস্ফোরণে ।  
গোঁয়ার্তুমি সরিয়ে রেখে , যত্ন করে  
বাড়ি ফিরেও খোঁজ নিয়েছ , বাবার ফোনে ।

...

তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা , দার্জিলিংয়ে ।  
কফি হাতে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিলে ।  
আমি , মা আর বাবার সাথে , ফুল বিলিয়ে  
ফিরছি তখন পিছন পিছন এক মিছিলের ।

একটু দূরে এগিয়ে যেতেই , গুলিগালায়  
পালিয়ে গেল , জখম হওয়া মানুষগুলো ।  
গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব , পুলিশ , বোমা , আগুন জ্বলায় ,  
দু-একজন আর আমার মায়ের মৃত্যু হল ।

বাবার শরীর কয়েকটা লোক খুঁটিয়ে দেখে  
পাঠিয়ে দিল হাসপাতালে , আমায় ছেড়ে ।  
কাঁদছি একা , ছুটে এসে , হোটেল থেকে ,  
তুললে কোলে , দাঁড়িয়েছিলাম পথের ধারে ।

সুস্থ হয়ে বিকেলবেলায় , আসল বাবা  
আনল নিয়ে , সাজিয়ে ফুলে , মৃতদেহ ।  
আমায় তুমি খাওয়াচ্ছিলে জল ও খাবার ,  
পাইনি তবু তোমার হাতে তেমন স্নেহ ,

মায়ের বুকে যেমন পেতাম , ঘুমের আগে ।  
দৌড়ে গিয়ে , বাবার কাছে , চোখ বুজালাম  
জ্বরের ঘোরে । মনে পড়ে , কেবল ভাগের  
মাটি দিয়েই , মা'কে আমি কবর দিলাম ।

সেদিন রাতে , প্রথম তুমি , আমার বাড়ির  
মধ্যে এলে এবং বাবার মুখের কথায়  
দারুণ জ্বরের খবর শুনে , ডাকলে গাড়ি ,  
আনলে আমায় তোমার শহর , এ কলকাতায় ।

বাবাও এলো , রেখে এলো , ঠাণ্ডা স্মৃতি ।  
সেই আমাদের পাহাড় দেখা শেষের মতন ।  
মানুষ হলেও শিকড়প্রেমী , বাস্তুনীতি  
ভুলতে পারে , হঠাৎ পেলে অমন ক্ষত ।

...

দশটা বছর দেখতে দেখতে পেরিয়ে এলাম ।  
অনেককিছুই সইতে হ'ল , বেকার তোমায় ।  
বাবার কেমন পাল্টে যাওয়া , শুনেছিলাম  
তোমার প্রতি দুর্বলতায় । দাওনি ক্ষমা ।

আমার সাথে ঝগড়া হলো , সেসব নিয়েই ।  
টান কাটল , বর্ষাকালে , সন্ধ্যাবেলায় ।



তারপরে , ঘরবাড়ি ছেড়ে , সব গুটিয়েই  
থাকতে গেলাম বাবার সাথে , অন্য জেলায় ।

আবার একটা শীত এল , খুব হিংস্র ভাবে ।  
জ্বরের ঘোরে , মুষড়ে গেছি , এই ক'দিনেই ।  
বাবার দ্বারা হচ্ছেনা ছাই , খুব অভাবে ,  
ওষুধ আনা , বদ্যিখানা , তোমায় বিনে ।

মলিন মুখের দিকে চেয়ে , মায়ের ছবির ,  
তোমার মুখই এসছে তখন , ওই সময়ে ।  
যেমন চাওয়া , তেমন পাওয়ার নয় পৃথিবী ;  
আসলে তবু , বাবার ডাকেই যে নির্ভয়ে ।

কপাল ছুঁলে , ওষুধ দিয়ে , ঘুম পাড়ালে ।  
মায়ের মত না করে হোক , তবুও মনে  
থাকবে তুমি । এরপরেতেও , সব হারালে ,  
তোমার সাথেই বলব কথা ; বাবার ফোনে ।





রূপম মাল

## উপহার

বসুন্ধরা হালদার

পুড়ে যাওয়া চামড়া, নষ্ট হওয়া ঘোলাটে সাদা চোখে,  
সে চায় ভুলে যেতে তার নষ্ট অতীত,  
তার হাসি ভেজা ঠোঁট কোণে কালশিটে দাগ,  
তার সেরে ওঠা ত্বকের ভিতর, রক্ষ ব্যথা জ্বলতে থাকে।

কি সুন্দর তার মুখ, দৃষ্টি ফুটেছিল যার স্নিগ্ধ ছোঁয়ায়,  
তাকে অন্যের সাথে তুলনার প্রয়োজন হয়নি,  
তাকে ভালবাসে আঁকড়ে ধরায় পৃথক কিছু অনুভব হয়নি,  
কি সুন্দর! রূপে লোভে কার সাধ্য তাকে হেলায় খোয়ায়??

পথচলতি মানুষ প্রায়ই তার দিকে তাকায় ঘুরে,  
হ্যাঁ, হয়তো দেখতে একটু অন্যরকম তাই,  
সে তো ছিল না এরকম, তাকে তো বানানো হলো,  
ফাঁকা রাস্তার মাঝে অকারণে মুখে অ্যাসিড ছুড়ে।

তার আনন্দ সন্ধ্যার বিষন্ন স্মৃতির বন্দী কবরে,  
তারা হত্যা করে সুন্দর কে পালিয়ে বাঁচে,  
তার ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে চোখ দুটো নষ্ট করে,  
ষাদের জন্ম সংক্রামিত বিষাক্ত আঁতুড়ঘরে।

তোমার কোলে খেলা করতে করতে বড়ো হওয়া,  
তোমার মুখেই প্রথম সুন্দরের সংজ্ঞা বোঝা,  
তুমি শিখিয়েছো বাস্তবতার ভয়ঙ্করতাকে গ্রহন করতে,  
অস্বস্তির কারণ নও মা, উপহার তোমায় পাওয়া।



অনুষ্কা রায়



## **Quiz:**

1. 1757 SALE KOLKATAR BUKE PROTHOM DURGAPUJAR PROCHOLON KOREN RAJA NABOKRISHNA DEB. SOVABAJAR RAJBARIR EI PUJA PROBORTONER MUL UDDESYO CHILO JATE EKJON BISES BYAKTI DEBIR SAMNE DHANYABAD GYAPON KORTE PAREN. K EI BISES BYAKTI?

ANS:

2. DURGA PUJAR SUVOSUCHONA GHOTE BIRENDRA KRISHNA VADRROR KONTHE MOHALOYAR PUNYO PROVATE, KONO EKI BISES KARON BASOTO 1976 SALE AKASH BANI THEKE MOHALOYAR ANUSHTAN TI MOHALOYAR VOR CHARAO MOHASOSTHIR VOREO PROCHARITO HOY. KI SEI KARON?

ANS:

3. DURGA PUJA K KENDRO KORE EKI BIKHYATO FELUDAR UPONYAS HOLO JOYBABA FELUNATH. MUL UPONYAS E DEKHA JAI SINGHER MUKHE GONESH MURTI LUKIYE RAKHAR KOTHA "CAPTAIN SPARK" TAR PRIYO BONDHU "SHAITAN SINGH" K BOLE. SEI TOTHYER UPOR VITTI KORE MAGANLAAL MURTI CHURIR PORIKOLPONA KOREN. EI SHAITAN SINGH ER ASOL NAM KI?

ANS:

4. EI PAKHIR PALOK GORU K KHAWALE MONE KORA HOY J GORU ONEK BESI DUDH DEI,. EI PAKHITI ORISSA KARANATAK, TELENGANAR "STATE BIRD". BIJOYA DOSOMOIR SATHE EI PAKHITIR KONO VABE SOMPORKO ACHE. EI PAKHITIR NAM KI?

ANS:

5. 1974 SALE HMV SAREGAMA SAROD ARGHYO HISEBE O LATA MANGESHKAR EBONG KISHORE KUMAR K DIYE DUTI KORE GAAN RECORD KORAN. EI GAANGULIR BISESOTTO KI?

ANS:

6. 1994 SALE DURDARSHAN PROTHOM MAHALAYAR ANUSTHAN SAMPROCHAR KORE, TATE DURGAR VUMIKATE K OVINOY KOREN?

ANS:

7. DEBI DURGAR SAJSOJJAR EKI ONYOTOMO RUP HOLO "DAAKER SAAJ", ER PROCHOLON KOREN NADIAR RAJA KRISHNACHANDRA, RUPOR RANGTA DIYE DEBI K SAJIYE. EI SAAJ K DAAKER SAJ BOLA HOI KENO?

ANS:

8. DURGA PUJAR PROTHOM KHUTI POTA HOY ROTHJATRAR DIN, PROTIMAR GAYE MATI PROTHOM KOBE DEWA HOY?

ANS:

9. "MY UNFORGETTABLE MEMORIES" EI BOITI 2012 SALER KOLKATA BOIMELAY SOBTHEKE BESI BIKRI HOWA BOIGULIR VITOR ONYOTOMO. EI BOITI K LIKHECHEN?

**ANS:**

10. GOUTAM SARKAR, PRASANTA BANERJEE, DULAL BISWAS, RENEDY SINGH EI FOOTBALLER DER VITOR MIL KOTHAY?

**ANS:**

11. PURAN MOTE RAJA JARASANDHA KJORA LAGIYE JIBONDAAN KORAR JONNO JARA RAKKHOSI K EI DEBIR MORJADA DEWA HOY, BANBHATTA NIJER “KADAMBINI” GRONTHE EI DEBIR NAM DIYECHEN BAHU PUTRIKA, ENAR AR EKI PORIVHOY INI DEB SENAPATI SKONDER STREE DEBSENA. AMRA EI DEBI K KI NAME CHINI?

**ANS:**

12. SWADHINOTA SANGRAM ER ITIHASE HIJLI JAIL E EKMATRO JAIL JEKHANE PROKASSE GULI CHALANO HOY. TATE DUI JONER MRITYU HOI EBONG BAHU BONDI AHOTO HON. SWADHINOTAR POR EI HIJLI JAIL E EKI BISWABIKKHATO PROTISTHAN GORE OTHE. KI NAAM SEI PROTISTHANER?

**ANS:**

13. “SARBO KHARBOTARE DOHE JENO KRODHDAHO” EI GAAN TI RABINDRANATH RACHONA KOEN EK BIPLOBIR AMANUSIK ATMYOTYAG ER KHOBOR PAY. KI NAM EI BIPLOBIR? (CLUE ENAR NAME E EKI METRO STATION O ACHE)

**ANS: LORD ROBERT CLIVE. (1756 SALE KOLKATAR EKMATRO GIRJA SIRAJ DHONGSO KORE DEN. PALLASY JOY ER POR CLIVE VAGONBANER KACHE DHANYABAD GYAPON KORTE CHAICHILEN TAI NABOKRISHNO DURGA PUJAR AYOJON KOREN)**

**SEI BACHOR MOHALOYAR ANUSTHAN TI KOREN UTTAM KUMAR EBONG (TATE ETOTAI BITORKER SISTI HOY J JANOGONER KHOV PROSOMON KORTE MOHASOSTHIR DIN BIRENDRA KRISHNAR ANUSHTHAN TI ABAR PROCHARITO HOY)**

**SURAJLAAL MEGHRAJ (MAGANLAAL ER CHELE)**

**nilkontho pakhi**

**KISHORE KUMAR CHILEN LATAJIR GAANER SUROKAR EBONG LATA MANGESHKAR CHILEN KISHOIREJI R GAANER SUROKAR. ( LATAJI RECORD KOREN “PRIYOTOMO KI LIKHI TOMAY” “ VALOBASAR AGUN JWELE” KISHORE KUMAR RECORD KOREN” TARE AMI CHOKHE DEKHINI” “AMI NEI”)**

**sanjukta banerjee**

**SAJER SOMOSTO UPOKORN DAAK JOGE GERMANY THEKE ANANO HOTO. ( DWITIO BISWAJUDDHER SOMOY DAAK PORISHEBA BONDHO HOYE GELE RANGTAR PORIBORTE SHOLAR KAAJER BYABOHAR SURU HOI)**

**jonmastomir din**

**mamata banarjee**

**EK MATRO ERAI EASTBENGAL-MOHANBAGAN EI DUTI DOLER E ADHINAYOKOTTO KORECHEN.**

**debi sasthi**

**IIT kharagpur**

**JATIN DAS**



অনুষ্কা রায়

## যবনিকা...

রাজর্ষি চক্রবর্তী

সাগরতলির মেয়ের আলতা রাঙা  
বালুরাশির যৌবন,  
বুড়ো শালিকের ডানা বেয়ে চলল বহুদূরে...

বিষাক্ত লালচেলির মিষ্টি গন্ধে সুপ্ত প্রেম...  
ক্ষতবিক্ষত প্রেমিকার বক্ষমাঝে...  
পড়ল যবনিকা !

লাল আলোর নেশায়,  
ইস্কুল পালানো দুপুর আর পা দোলানো নীলসাগর,  
তার গোপন মনের গহন বনে,  
বুড়ো শালিকের ডানায় নেমেছে যবনিকা !

হায়রে বেগমজান...  
তোমার শরীরী ভাঁজের মায়াবী কাননে,  
কালো গোলাপের পাপড়ি যখন বিহ্বল করে তোলে মৌচাক,  
খরস্রোতা গরম রক্তের নেশায়,  
ভেজা পাতার আড়ালে পড়েছে যবনিকা...!



## “তুমি অন্য কারো হতে পারো না!”

আনিকা তাবাসসুম বৃষ্টি

১।

জানালায় মাথা ঢেকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে নবনী। চোখ অন্ধকার আকাশ ভেদ করে আর কোথাও। অন্ধকারে নিজেকেই হাতড়ে বেড়াচ্ছে সে। বর্তমানকে খুঁড়ছে, অতীতে হারাচ্ছে আর খুঁজছে ভবিষ্যৎ কে। বর্তমান তো ভোঁতা হয়ে গেছে, ভবিষ্যৎ এই রাত থেকেও বেশি অন্ধকার। শুধু চোখের সামনে বারবার ঝলসে ওঠে অতীত। প্রিয় অতীত!! এই যেন সেদিন। প্রথম দেখা হল অর্কের সাথে। অথচ ক বছর পেরিয়েছে? পাঁচ? ছয়? সাত? সময় কত দ্রুত চলে যায়! অইদিন ক্লাসের সামনে কতগুলো ছেলেমেয়ে মিলে কি সুন্দর হাসছিল। এক প্রাণবন্ত হাসি। এত সুন্দর, এত নিষ্পাপ হাসি!!! ঝনঝন করে বাজে কানে... ঐ হাসি দিয়েই তো প্রেমে পড়েছিল নবনী। ‘বাজিল বুকে সুখের মত ব্যথা’। ক্লাস নাইনে পড়া কিশোরী নবনী প্রেমে পড়ল, হাত পা ভেঙ্গে ভালভাবেই পড়ল। সেদিনের কথা ভাবলে অবাক লাগে। মা নিতে আসতে দেরি করছিল, বাইরে ঝুম বৃষ্টি... একে একে সবাই চলে গেল, খালি হয়ে গেল তিনতলা। হঠাৎ কারেন্ট চলে যেতেই নিচে দৌড় দিল সে, সিঁড়ির রেলিং এ একটা মোমবাতি অন্ধকার টাকে আরও গাড়া করছিল। ভয় পেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছিল নবনী, আর অর্ক উপরে উঠছিল... বাংলা সিনেমার মতন ধাক্কা খায়নি তবে আক্ষরিক অর্থেই অপলক তাকিয়ে ছিল নবনী। এতটুকু বিব্রত ছিল না সে। বরং অর্ক বেচারাই অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল! অর্কের গোবেচারার মুখটা চোখের সামনে ভাসতেই হেসে উঠল নবনী, প্রাণখোলা হাসি। আজকে থেকে আট বছর আগের কথা... মনে হয় এইত সেদিন!

কিংবা সেদিন, যখন অর্ক শিউলি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে প্রথম বার বলেছিল, “তুমি অন্য কারো হতে পারো না!”

ভালবাসি টাসি কিচ্ছু না, সরাসরি এ কথা, “তুমি অন্য কারো হতে পারো না!”

টুপটাপ দু একটা শিউলি ঝরে পড়ল তখন অর্ক হাত বাড়ানো হাত টাতে...

ফোনের শব্দে বাস্তবে এল আবার। ‘তিতাস কলিং’! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সবুজ বাটন টিপল নবনী।

‘কি বেবি? কি কর? ফোন ধরনা কেন?’

‘কিছুনা, এইত...’

‘ফোন দিচ্ছি কখন থেকে... ধরনা দেখি!’

‘দেখিনি...’

‘লাভ ইউ বেবি...’

‘লাভ ইউ টু।’

‘এইত আর একটু পর কাজ মিটিং শেষ হয়ে যাবে। বের হয়ে এসে ফোন দিচ্ছি আবার। ওকে?’

‘হুম। বাই।’

‘বাই জান।’

তিতাস কেন এল? নবনীর শান্ত দীঘির মতন বিষণ্ণ জীবন টাকে হাওয়ার ঘূর্ণিপাকে ফেলে? অর্কের অপছন্দ দেখে ইউনিভার্সিটিতে পড়েও কোন ছেলে বন্ধু হয়নি নবনীর। মেয়ে বন্ধুরাও কত দূরের! শুধুই প্রয়োজনের যেন! সেই নবনী কেন সায় দিল তিতাসের পাগলামিকে? কেন প্রশ্রয় দিয়েছে তাকে দিনের পর দিন? তিতাস ই বা কেন জেনে

শুনে অন্যের প্রেমিকাকে বলেছিল, 'আমি শুধু বিয়ে করতে চাই নবনী তোমাকে। তোমার যেদিন মন চায় এসো। অপেক্ষায় থাকব।'।

অফিসিয়াল পেপার দিতে বাসায়ই কেন ডেকেছিল নবনী তিতাস কে? অনিবার্য বিয়ের দিনে। কাঁচা হলুদ জামদানি আর খোলা চুলের নবনীর সামনে চুপ হয়ে গিয়েছিল তিতাস। কাজের কথা, পেপার বোঝানো কিছুই হয়নি তার! কোনমতে পালিয়ে বেঁচেছিল তিতাস, নবনীর সামনে থেকে।

নবনী, বোকা মেয়ে টেক্সট করল, 'কেমন লাগছিল আমাকে?'

উত্তর এসেছিল, 'বিয়ের প্রোগ্রাম সেরে বাসায় আসো, বলছি...।'

সারা বিয়ের অনুষ্ঠান ছটফট করল নবনী, একটু পর পর আয়না দেখে আর অন্যের চোখে বুঝতে চায় কেমন লাগছে তাকে... বাসায় ফিরে মধ্যরাতে আবার টেক্সট, 'এখন বলেন।'

কেন এত অস্থির ছিল নবনী এই কথার উত্তর জানতে... আজ ও বুঝতে পারেনা নবনী।

অন্যদিক থেকে উত্তর ছিল, 'কথা বলতে চাই।'

অর্ক র ভয় কে উপেক্ষা করে ফোন দেবার অনুমতি দিল সে তিতাস কে... এক দু মিনিট করে সারা রাত কথা বলে গেল তারা... ফোন রাখার আগে এতটুক বলেছিল তিতাস, 'তোমাকে কেমন লাগছে জানতে চাইছিলে না? এইটা বলতে পারি আমার দুদিনের কাজ নষ্ট হল। ভেবোনা, আমি অনেক স্ট্রং, ভুলে যাব আবার। অবশ্য এখন কিছু জরুরি কাজ ছিল, সেসব আর করা হবেনা।'

তখন ভোরের সূর্য উঁকি দিচ্ছে।

সেই ছিল বিবাহের ময় প্রথম দিন। উল্টা পথে হাঁটার প্রথম দিন। রূপান্তরিত হবার প্রথম দিন। জীবনে প্রথম বারের মত অর্ক ছাড়া অন্য কারো সাথে কথা বলেছিল নবনী। সারা রাত ধরে! একবার ও যে অর্ক কে মনে পড়েনি কিংবা অপরাধবোধ হয়নি তা নয়, কিন্তু সেই অনুভূতিকে দূরে রেখে অন্যরকম এক ভালো লাগার আবেশে মুগ্ধ ছিল নবনী।

২।

বিকেলের নরম রোদ জানালার পর্দা বেয়ে একেবেকে ভিতরে আসছে। চুপচাপ রকিং চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে নবনী। তার সবকিছু কেমন মন্থর হয়ে গেছে, স্বভাব সুলভ চাঞ্চল্য হাওয়ায় বিলীন। তিতাসের অপেক্ষায় বসে আছে সে।

সেই রাতের পর মাত্র এক মাস সময় নিয়েছিল তিতাস 'ভালবাসি' বলতে! সমুদ্রের পাশে দাঁড়িয়ে গভীর রাতে ফোন করেছিল নবনীকে, নবনী তখন কলকাতা!

'আই লাভ ইউ নবনী।' – নবনী জানত; ভালো করেই জানত একদিন, কোন একদিন এই মুহূর্ত আসবে তার সামনে, তবু বিহ্বল হয়ে গেছিল সেদিন। কিছুই বলতে পারছিলনা। অস্থির তরুণ পাগলের মত বারবার বলে যাচ্ছিল, 'কিছু বল, প্লিজ কিছু বল নবনী।'

কিছুই বলেনি নবনী সেদিন রাতে। শুধু ফোনের বিল উঠছিল অযথাই।

সারা রাত ঘুমাতে পারেনি সেদিন রাতে, মার পাশে শুয়ে এপাশ অপাশ করতে করতেই সকাল হয়ে গেল! কেন তাকে এত চায় তিতাস? কি করেছে নবনী তার জন্যে? কিছুই তো না! তবে?

পাগলের মতন ভালবেসেছে সে অর্ককে... সেই অর্ক কেন ছেড়ে গেল নবনীকে? যা চেয়েছে অর্ক, যেভাবে পেরেছে দিয়ে গেছে নবনী। নিজের সবটুক দিয়ে ভালবেসেছে! সেই অর্ক সাত বছরের সম্পর্কের সুতা নির্মম ভাবে ছিড়ে ফেলতে পারে শুধু একটা মেয়ের জন্যে? লিজা! কোথাকার কোন মেয়ে এসে এতদিনের মায়ায় বাঁধা ঘর ভেঙ্গে দিয়ে যায়! প্রবল একাকীত্বের যন্ত্রণায় ডুবন্ত নবনী কে তুলতে আবার কেন তিতাস এল?

বারবার অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হয় নবনী । সেই অর্কের জন্য ! যে তার কথা একটা বার ও ভাবেনি ! যে নিজে বলে নিজেই ভুলে গেছিল , “ তুমি অন্য কারো হতে পারো না !”...

তার মনে হয় জীবনে যদি প্রেম একবার ই আসে তাহলে তিতাস কি ? কে সত্যি ? অর্ক ? না তিতাস ? অর্কের প্রতি তার ভালবাসা সত্যি কিনা এতে সন্দেহের অবকাশ নেই , নবনীর ও না ... তার আশেপাশের কারো ও না । জীবনে যদি একটা জিনিস কে গুরুত্ব দিয়ে থাকে নবনী তবে তা ছিল অর্ক ! যদি তাই হয় , তবে এখন তিতাসের জন্যে যে অনুভূতি সেইটা কি মিথ্যা !

আর সেই বা কি অর্কের জীবনে ? যদি সে সত্যি হত , অর্ক কেন চলে গেল ?

ভাবতে পারত না নবনী , মাথা ধরে আসত তার !

ভাবতে ভাবতে হারিয়ে যায় বারবার নবনী । স্মৃতির আড়ালে । ঘোর ভাঙ্গে সহসাই । ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে কখন টের ই পায়নি ... নামতে হবে তার ।

তিতাস অপেক্ষা করছে ।

গরম ধোঁয়া ওঠা কফির মগ আলতো ঠোঁটে ছোঁয়ায় নবনী । উল্টা পাশের সোফায় তিতাস বসে , অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার দিকে , কফির মগ টেবিলে রেখে চোখে চোখ রাখে সে ।

‘খাচ্ছ না কেন ? কফি তো ঠাণ্ডা হচ্ছে । আর এইভাবে কি দেখ ?’

‘ঈর্ষা হয় , বুঝলে বালিকা !’

‘কেন ?’

‘মায়াবতীর ঠোঁটের স্পর্শে কফির মগ কেমন চুপটি করে আছে দেখ ! অথচ আমার মায়াবতীকে আমি ছুঁতে পারিনা ।’

‘উউফ ! তুমি না ! অসভ্যের মত কথা বল না ।’

‘আজ তোমার বেলিফুল আনিনি বলে রাগ করেছ ?’

‘উঁহু ।’

‘অভিমান হয়েছে ?’

‘তাও নয় । কারণ আমি জানি তুমি এনেছ !’

‘বেইবি ! আজকে সত্যি আনতে পারিনি , আমি অনেক খুঁজেছি , পড়ে রাত হয়ে যাবে দেখে ভাবলাম , আজকের বেলি ফুল পেন্ডিং থাকুক...’

নবনীর মুখে একটুখানি আঁধার জমে । তাকে পলকে সরিয়ে দিয়ে হেসে উঠে সে । ঘড়ির কাঁটা নটা পেরিয়েছে , আর দেরি হলে বাসায় ঢুকতে হবেনা আর তাকে ! জলদি করে উঠে পড়ে দুজনে ‘ শুধুই কফিতা...’ থেকে ।

উল্টা হয় তবু নবনীকে রোজ বাসায় পৌঁছে দেয় তিতাস । এতে নবনী যদি ১০টায় বাড়ি পৌঁছায় তিতাসের যেতে রাত বারটা বাজে । কতদিন বলেছে নবনী , এইটুকু ই তো পথ । একাই যেতে পারব । আমলে নেয় নি তিতাস । তার এক কথা , বাসায় পৌঁছাতে বারটা বাজে , তবু তো বাসাতেই যায় । তোমাকে রাস্তায় ফেলে গেলে টেনশনে বুক ব্যাথা করবে ! সেখান থেকে হার্ট এটাক ! তারপর হসপিটাল !

তিতাসের জিদের কাছে বরাবরই পরাস্ত নবনী !

ওদের রিকশা টা সোনারগাঁও ক্রসিং এর সামনে আসতেই লাফিয়ে রিকশা থেকে নামে তিতাস । কিছু বলেও যায়না ! এক মুহুর্তে হাওয়া চোখের সামনে থেকে ! ঘটনার আকস্মিকতায় থমকে যায় নবনী ! রিকশা থেকে নেমে এদিক অদিক খুঁজে ! রিকশাওয়ালাও একটু অবাক , যারপরনাই বিরক্তও ।

দুমিনিট পর সাহেব কে হেলতে দুলতে আসতে দেখা যায় । দুহাত পিছনে লুকানো ! কাছে এসে হাতের মুঠো খুলে তিতাস , বেলি ফুলের একটা মালা ! শুভ্র বেলি ফুল গুলোকে তারার টুকরা বলে ভুল হয় বারবার !

মাথা নিচু করে চোখের পানি মুছে নবনী । কয়েক বছর আগে বনানীর এক রাস্তায় কাঠির মাঝে বেলিফুল হাতে একটা মেয়েকে দেখে চিৎকার করে উঠেছিল সে , পাশে বসে থাকা অর্কর ঝাড়ি খেয়ে চুপ হয়ে গেছিল একদম , আর কখনোও ফুল চায়নি অর্কর কাছে ।

শত প্রশ্ন করেও এ চোখের পানির উৎস জানতে ব্যর্থ হয় তিতাস । তিতাস কে কেমন করে বলে সে এসব কথা ! কেনই বা তুলনা ! কেন এখনও ভুলে যেতে পারেনা অর্ককে ! অনেক দিন তো হল !

কথাটা কানে ঠং করে বাজে । ‘অনেকদিন তো হল ।’ ‘অনেকদিন তো হল ।’ !!!!! তিতাস ফোন করে প্রপোজ করার কদিন পর ফোন এসেছিল নবনীর ফোনে । তখন অনেক রাত , ঘুমাচ্ছিল নবনী । ঘুম ঘুম চোখে দেখে নবনী পুরানো সেই চেনা নাম্বার থেকে ফোন ... তার দুচোখ কে বিশ্বাস হয় না .. অর্ক .... হাত কাঁপে তার সবুজ বাটনে হাত রাখতে... বহুদিন পর সেই চিরচেনা কণ্ঠ কাঁপিয়ে তুলে তার অন্তরাত্মা ...

" আজ তোমাকে একটা কথা বলতে ফোন করেছি নবনী । তুমি প্লিজ তোমার জীবন টাকে গুছিয়ে নাও ... আমার জন্যে অপেক্ষায় থেকো না প্লিজ । ভুলে যাও আমাকে । অনেক দিন তো হল ... আর কত ? শুনতে পাচ্ছ , নবনী ? হ্যালো ... হ্যালো ... নবনী ?? "

ফোনটা কেটে দেয় নবনী । উষ্ণ ধারায় ভিজে যায় গাল । প্রথমে এক ফোঁটা দু ফোঁটা তারপর ফুঁপিয়ে কাঁদে সে , কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে । সারা রাত পাগলের মত হাউমাউ করে কাঁদে নবনী , ওর ভিতর তা মনে হয় ছিড়ে আসতে চায়! সহ্য করতে পারেনা সে । এই অর্কই কি কোনদিন বলেছিল , " তুমি অন্য কারো হতে পারো না ! "

ভোরের আলো ফুটতেই চোখ মুছে ফোন টা অন করে নবনী । আসলেই অনেক হয়েছে । আর কত ?

সেদিন চোখ মুখ ফুলে থাকা নবনীকে দেখে ভিতরটা কেঁপে উঠে তিতাসের । কাঁদতে কাঁদতে গলা ভেঙ্গে গেছিল নবনীর । কিছু বলতে পারেনি সেদিন । তিতাসের হাত টা ধরে বসেছিল শুধু সারাটা সকাল , সারাটা দুপুর , সারা বিকেল ! জেনে গেছিল তিতাস ... 'সে পেয়েছে এই রমণীকে !'

তন্দ্রা ভাঙ্গে নবনীর রিকশার টুং টাং শব্দে ।

‘স্বাষি মার ধ্যান ভাঙ্গল ?’

লাজুক হাসি দেয় নবনী । টুক করে গালে চুমু খেয়ে বসে তিতাস । তারপর চোরের মতন এদিক অদিক দেখে ! কেউ দেখল কিনা !

৩।

একটা কথা বলি নবনী ? – ট্রেনের কেবিনে নবনীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে তিতাস । জরুরি কাজ ছিল কুমিল্লায় । বাসেই যাওয়া যেত , অনেকদিন ট্রেনে ওঠা হয়না , তাই নবনীর জিদের কারনে একটু সময় লাগিয়ে ট্রেনেই যাচ্ছে ওরা ।

নবনীর চোখ ট্রেনের ঝাপসা জানালা পেরিয়ে অন্য কোথাও । তিতাসের কথা কানেই যায়না তার । তিতাস কে আবারও প্রশ্ন করতে হয় তাই ,

‘এইই ঋষি কন্যা ! আপনাকেই বলছি !’

‘হুম ?’

‘একটা কথা বলি ?’

‘বলেন ।’

উঠে বসে তিতাস , চোখ রাখে নবনীর চোখে ,

“ কত ভালবাসি জানিনা, তবে পেয়ে আমি হারাতে চাই না। সাথেই থাকতে চাই , সারা রাত সারা বেলা । সব পড়ন্ত বিকেলে। সব বর্ষার ঘোরলাগা সন্ধ্যায়। জীবনের সব কুয়াশা ভেজা ভোরবেলায়।

থাকবে না সাথে ? ?”

অন্যদিকে চোখ ফেরায় সে ...

লাল কাঁচের চুড়ি সমেত হাতটা বাইরে বাড়িয়ে দেয় । আলতো করে মেলে রাখে জানালার বাইরে, যতটুকু যায় হাত ঠিক ততটুকু। প্রকৃতির স্বাদ যেন সে নিতে চায় এই হাত দিয়ে। বৃষ্টির ফোঁটা এসে ভেজায় হাত...

সাদার অপরে যে কালো। নীল আকাশ ছেয়ে আছে নিকষ মেঘের আঁধারে। সূর্যের কি সাধ্য সেই কাল মেঘকে হটিয়ে উদয় হয়? ঢেকে যায় সব শুভ্রতা, ছেয়ে যায় কালো সবখানে। স্বচ্ছ কাঁচ যেন ঘোলাটে হয় মুহূর্তেই।

বলে চলেছে তিতাস এখনও ,

‘চলো আমরা বিয়ে করে ফেলি। চলে যাই দূরে কোথাও ... মেঘের ভেলায় করে ভেসে বেড়াবো । যখন বাতাসের নাওয়া করে বৃষ্টির ফোঁটা দুজনকে ভিজিয়ে দিবে,তখন তোমায় জড়িয়ে ধরে কানের কাছে এসে ফিসফিস করে বলবো, “অনেক ভালবাসি।” , “অনেক অনেক ভালবাসি ।” যখন চাঁদনী রাতে তারার মেলা ভাসবে মাথার ওপর দুজনে মুখরিত হয়ে জ্যোৎস্নান্নানে হারিয়ে যাব , নদীর পাড়ে বসে অবাক হয়ে তুমি যখন ঢেউ আর আলোর খেলা দেখবে ,তখন তোমার কোলে মাথা রেখে অপলক দৃষ্টিতে আমি শুধু তোমায় দেখবো। হঠাৎ দমকা বাতাস এসে আমাদেরকে রাঙিয়ে দিয়ে যাবে তার হাজারো রঙে। বলো যাবে আমার সাথে?’”

ফিক করে হেসে দেয় নবনী । ‘ কিসব অদ্ভুত কথাবার্তা বল ! জীবন কি কবিতার খাতা নাকি ? এইসব ই করব ? চাকরি বাকরি কে করবে ? খাবে কি ? শুধু বৃষ্টিতে ভিজব , জ্যোৎস্না দেখব আর নদীর পাড়ে বসে থাকব ? ঘর গুছাব , রান্নাবান্না করব – এসবের কথাও বল !’

‘দিলা তো মুড়ের বারটা বাজিয়ে...’ – কপট রাগ দেখায় তিতাস ।

‘জনাব , শুধু বুঝি কবিতা দিয়ে জীবন চলে ?’ – ছোট্ট মেয়েদের মত খিলখিল করে হাসতে থাকে নবনী ।

ভেজা চোখ , আর মুখে হাসি ... পৃথিবীর সব সৌন্দর্য্য বুঝি তার মাঝেই ধরা দিচ্ছে । মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তিতাস ।

অনেকক্ষণ পর মুখ খোলে সে , ‘বেশ তো , এইবার তবে বাস্তব দিয়ে জীবন চালাই । শোনেন বাসায় সব জানিয়ে দিয়েছি এবং আপনার ছবিও দেখিয়েছি মাকে , আর মা বাবাকে ...’

‘মা কি বলেছে?’

‘বলেছে, এই ডাইনির মত মেয়েটাকে কই পাইলি?’

‘আমি ডাইনি? না??’

‘উঁহু, আমার মায়াবতী। মা বলেছে, মেয়েটা দেখতে অনেক লক্ষ্মী লক্ষ্মী! আসলে কেমন?’

‘তুমি কি বললে?’

‘বলেছি, নিজে দেখে নিও।’

‘তারপর?’

‘তারপর আর কি? দু একদিনের মাঝে আপনার বাসার অতিথি হয়ে যাবেন তারা। রেডি থাকেন ম্যাডাম!’

চুপচাপ বসে থাকে নবনী আর পা দোলাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে তিতাস জানতে চায়,

‘কি ম্যাডাম? কি চিন্তা করেন?’

‘জানিনা, ভয় লাগে...’

‘ধুর, জাস্ট রিলাক্স! অবশ্য এই জন্য ভয় পেতে পার যে তোমার স্বাধীন জীবনের ইতি ঘটতে যাচ্ছে খুব শীঘ্রই...’

‘এহহ, আসছে! তোমার স্বাধীন জীবনের ইতি। সারাদিন বাইরে টইটই করে ঘুরাঘুরি বন্ধ! বুঝছ?’

‘একী! আসার আগেই শুরু?’

“হুম!”

“আর রান্নাটা কে করবে? শুনি?”

“আমি বাবা রান্না টান্না করতে পারব না!”

“শুধু শুনেই গেলাম যে ভালো রান্না কর, জীবনে তো করে খাওয়ালেও না।”

“অর্কর জন্য করতাম জানো? ... কিন্তু...” – অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে নবনী!

একটু বিরক্ত হয় তিতাস...

“নবনী, তুমি এখনও এই নামটা মাথা থেকে সরাতে পারনা? দুদিন বাদে আমাদের বিয়ে হবে আর তুমি এখনও সবকিছুতে ঐ এক নাম নিয়ে আসো? আর কত বুঝব তোমাকে? আমাকেও তো একটু বুঝবা? আমার ভালো লাগেনা! আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয় তোমার মাঝে শুধু অর্কই আছে। আমি নেই, ছিলাম ও না!”

ভাবলেশহীন ভাবে বসে থাকে নবনী, সব সুখের কিংবা দুঃখের মুহূর্তেও ঐ অর্ক নামটা বারবার স্মৃতির পাতায় কেন চলে আসে, রাগ হয় নবনীর। নিজের ওপর।

সন্ধ্যা হয়ে আসে , কেউ কথা বলেনা । দুজন দুদিকে নির্বাক । জানালায় চোখ মেলা নবনীরা । কোন এক অজানা স্টেশনে ট্রেন টা থেমেছে , এদিক টায় একদম বৃষ্টি হয়নি । অসংখ্য জোনাকি বাইরে , জ্বলছে নিভছে । চঞ্চল চোখে বাইরে তাকায় সে ।

জোণাক !! আবারও অর্ক কেই মনে পড়ে নবনীরা...

গ্রামে গিয়ে অর্ক একবার ফোনে বলছিল ,

‘ঘুটঘুটে নিকষ কালো অন্ধকারে জোনাকি দেখেছিস ? যখন আকাশে চাঁদ থাকেনা । আমি দেখছি । কি মনে হচ্ছে জানিস , আকাশের চাঁদটাকে কেউ গুড়ো করে চারপাশে ছিটিয়ে দিয়েছে।’

‘আমাকে জোনাকি দেখাবি ? আমি কখনো দেখিনি !’

‘অমা তুই কি মানুষ না আরকিছু ? জোনাকি দেখিস নাই ?’

‘সামনে থেকে দেখিনাই ।’

সেইবার গ্রাম থেকে ফিরে অর্ক সটান চলে এসেছিল রাস্তার মোড়ে দেখা করতে , হাতে একটা কাঁচের বয়াম , ঢাকনা ছাড়া , পাতলা কাপড় বাঁধা ! অন্ধকারে তার ভেতর জোনাকি জ্বলছে আর নিভছে ! হাতে নিয়ে উত্তেজনায় কাঁপছিল নবনী ! মনে হচ্ছিল চাঁদ চলে এসেছে নবনীরা হাতে !

নবনীরা হাত ছুঁইয়ে মায়া নিয়ে বলেছিল অর্ক হঠাৎ আবারও – “ তুমি অন্য কারো হতে পারো না !”

চোখ ফিরাতেই তিতাস কে চোখে পড়ে তার ! নিজের উপর অক্ষম আক্রোশে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে সে এইবার । এই জীবনে কি অর্কের হাত থেকে তার মুক্তি নেই ! সবকিছুতেই অর্ক অর্ক অর্ক ! এত চেষ্টা করেও কেন পারেনা ভুলতে !

রাগ সরিয়ে তিতাস এগিয়ে আসে নবনীরা কাছে ।

৪।

সুন্ধ হয়ে ইমেইলের দিকে তাকিয়ে আছে নবনী । সুন্ধ , হতভম্ব এবং নির্বাক !

‘যখন সাঁঝের বেলা পড়ন্ত , তখন ভেবো আমি তোমার ঠিক কাছে আছি। আর কাউকে তাড়াতাড়ি নিজের জীবনে জড়িওনা। তাহলে পরে কষ্টই পাবে। যখন আর চোখ বুজলে আমার মুখখানি ভেসে উঠবেনা, তখন আমাকে ভুলে যেও। নিজের জীবনে ভালবাসা নিয়ে এসো অন্য কারও। যে কিনা ভালবাসবে তোমাকে আমার থেকেও অনেক, অনেক....’

- অর্ক “

প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে তার , ছোট্ট করে উত্তর দিল ,

‘ অর্ক , আমার বিয়ে পরশু । প্লিজ আমাকে ভালো থাকতে দাও ।’

সাথে সাথে অর্কের উত্তর ,

‘পথ হারিয়ে পথেই ঘুরি , তোকেই খুঁজি , তুই কি জানিস ?’

কোন উত্তর দিল না নবনী । হাতের এক্সেজমেন্ট রিং টা ছুঁয়ে থাকল কেবল চোখ বন্ধ করে । ফোন টা ক্রমাগত বাজছে , বেজে চলছে , ‘তিতাস কলিং’ ..



গভীর রাত অবধি বসে রইল ইমেইলের খোলা পেইজে । রাত তিনটায় ...

: ৫।

অর্কর ফোন টা বন্ধ ! অনেক্ষণ গন্তব্যহীনভাবে হাটতে হাটতে চলে গেল নবনী লেকের পাড়ে। চারিদিকে কেউ নেই। রাস্তার সোডিয়াম বাতি গুলির হলুদ আবছা আলো পরিবেশটাতে একটা ভূতুরে ভাব ফুটিয়ে তোলেছে। আকাশে আজ ভরা জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার আলো লেকে পানিতে পরে একধরনের রূপালী প্রলেপ সৃষ্টি করেছে। তার ভবিষ্যৎ সে খুঁজে পাচ্ছে না ... মনে পড়ছে সেই অতীত

কাল তার বিয়ে , তবু সে গিয়েছিল অর্কর কাছে , সারা রাত ঝিম ধরে বসে থেকে সে গিয়েছিল অর্কর কাছে !

কিছু বলেনি সে , অভিমানে নিশ্চুপ ... কার সাথে তার এই অভিমান ? নিজের উপর না নিজের ভাগ্যের উপর জানেনা নবনী ! অর্কর হাত টা ধরার প্রবল ইচ্ছাকে অনেক কষ্টে মাটিচাপা দিয়েছিল সযত্নে , ঐ হাত ধরার অধিকার সে হারিয়েছে ভাগ্যদোষে !

চোখ বন্ধ করে ভারতে থাকে নবনী , প্লিজ একটা দিক দেখিয়ে দাও আমাকে ... সৃষ্টি কর্তার সাহায্য চায় সে ... কোন পথে হাটবে সে ...

৬।

বিয়ের ঘর থেকে ছুটে এসেছে নবনী একটা ফোন পেয়ে , অর্ক দেখতে চেয়েছে তাকে ! সবার বাঁধা , অসংখ্য প্রশ্নের বেড়া জ্বাল ছিঁড়ে ছুটে এসেছে সে স্কয়ার হসপিটালের তের তালায় ...

কাঁপা কাঁপা পায়ে ভেতরে ঢুকে নবনী । বেডের মাঝে পড়ে আছে অর্ক , চোখ মুখ শুকিয়ে নেই হয়ে গেছে ! নবনী কে দেখে চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠে তার । ওর চোখ জলে টলটল করে । হাতটা উঁচু করে বাড়ালো নবনীর দিকে। ওর পাশে বসে নবনী হাতটা ছুঁয়ে দিলো গালে। নবনীর ছলছল চোখ থেকে গড়িয়ে পড়লো জল।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় অর্ক বললো,

"ভালো থেকে। "

"কিছু হবে না অর্ক , তুমি ঠিক হয়ে যাবে , আমার জন্য , প্লিজ ।"

শত কষ্টেও হাসে অর্ক ...

" খারাপ লাগছে? একটু ঘুমাও । আমি পাশেই আছি তোমার । "

"ঘুমিয়েই তো পড়বো নবনী । আর একটু দেখি তোমাকে। এইটা তোমার বিয়ের শাড়ি ?"

" প্লিজ কিছু বলনা তুমি , প্লিজ ..."

"তোমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে নবনী ! আরও কিছুক্ষণ দেখতে ইচ্ছা করছে !"

"তোমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে অর্ক । একটু রেস্ট নাও ।"

বিড়বিড় করে কি যেন বলে অর্ক । কাছেগিয়ে ও কিছু ধরতে পারেনা নবনী । তবু কেন যেন মনে হয় তার অর্ক তাকে আবারও বলছে, “ তুমি অন্য কারো হতে পারো না !”...

নবনীর হাত ধরেই ঘুমিয়ে পড়ে অর্ক । সেই হাত ধরেই হারিয়ে যায় ঘুমের দেশে । চির ঘুমের দেশে । অর্ক পড়ে থাকে হাসপাতালের বিছানায় , সেই অর্ক , শুধু প্রান নেই তাতে !

নবনী কাদেনা , একটুও কাদেনা ...

তাকিয়ে থাকে , তাকিয়েই থাকে.... আলতো করে হাত বুলায় অর্কের মুখখানিতে। আদর করে ছুঁয়ে যায় । বের হয়ে যায় রুম থেকে সে । করিডোর দিয়ে হেঁটে চলেছে সে। এখানে দম আটকে আসছে নবনীর । ক্লান্ত পায়ে হেঁটে চলে সে । প্রাণভরে শ্বাস নিতে হবে তার... দূরে দাঁড়িয়ে থাকা তিতাসের দিকে চোখও যায় না ...

তিতাস ও আর আটকায় না... নবনীর জীবনে তিতাস আসলে কোথাও ছিলনা । একাকীত্বের যন্ত্রণা ভুলতে আঁকড়ে ধরেছিল নবনী তিতাস কে কেবল ! তিতাস কে নিয়ে সে ভুলতে চেয়েছিল অতীত কিন্তু নবনী নিজেই সেই অতীতের বাইরে কখনো পা বাড়াতে পারেনি । নিজেকে বিন্দু করে চারপাশে এক বৃত্তের পরিধি ঐঁকেছিল , যেই বৃত্তে তিতাস কখনো ঢুকতে পারেনি ! কোনদিন না ! নবনী ও কখনো বেরিয়ে আসেনি কিংবা আসতে পারেনি ! নবনীর আবেগের তীব্রতা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেছে তিতাস , যে আবেগ বুনোফুলের বৃষ্টি- প্রতীক্ষার মতন ! যে আবেগের কোথাও নিজেকে পায়নি তিতাস ! নিজের ব্যর্থতা ভেবে আরও জোর করে গেছে বারবার ! নবনীর মন বুঝেও উপেক্ষা করে গেছে বারবার সব ঠিক হয়ে যাবে ভেবে ! কিন্তু সব কখনই ঠিক হয়না !

নবনী একলা পায়ে রাস্তায় নেমে আসে । অবাক হয়ে আকাশ দেখে ! কাল যে আকাশে এত জ্যোৎস্না ছিল , আজ সে রাতের আকাশ মেঘে ঢাকা ! এক দু ফোঁটা করে বৃষ্টি ঝরে । তার বৃত্তের ভিতর যে অর্ক ছিল , সেই অর্ক হারিয়ে গেছে ! পানিতে যখন এক বিন্দু থেকে ঢেউ উঠে তা তো আর কোনদিন বিন্দুতে ফিরে আসেনা !

ভিজতে থাকে নবনী ! দুহাত বাড়িয়ে আকাশ ধরতে চায় !

আবারও হারিয়ে গেছে অনেক দিনের আগের এক দিনে , শহর ডুবিয়ে দেবার মত বৃষ্টি হচ্ছিলো সেদিন রাতে , রিকশাওয়ালার কাছ থেকে পলিথিন নিয়ে মাথায় বেঁধে বাসার নিচে দাঁড়িয়ে ছিল অর্ক , নবনী বরাবরই বৃষ্টি পাগলের মতন নেশাগ্রস্ত হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভিজছিল ! আচমকা অর্কের উপর চোখ পড়তে প্রথমে ভেবেছিল কল্পনা ! এক মুহূর্ত থমকে ছিল তারপর দুদাড় সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নামল নবনী , পলিথিনে মোড়ানো একটা অর্ধছেঁড়া কদম ফুল বাড়িয়ে দিল অর্ক !

তারপর রীতিনীতি মেনে হাঁটু ভেঙ্গে রাস্তার পানিতে বসে বলেছিল ,

“এই আমি এক উড়নচন্ডী আউলা বাউল

রুখো চুলে পথের ধুলো , চোখের নীচে কালো ছায়া।

সেইখানে তুই রাত বিরেতে স্পর্শ দিবি।

তুই কি আমার দুঃখ হবি?

তুই কি আমার শুষ্ক চোখে অশ্রু হবি?

মধ্যরাতে বেজে ওঠা টেলিফোনের ধ্বনি হবি?

তুই কি আমার শূন্য বুকে দীর্ঘশ্বাসের বকুল হবি?

নরম হাতের ছোঁয়া হবি?

প্রতীক্ষার এই দীর্ঘ হলুদ বিকেল বেলায়

কথা দিয়েও না রাখা এক কথা হবি?

একটুখানি কষ্ট দিবি।

তুই কি একা আমার হবি?"

ভেজা চোখে খিলখিল করে হাসছিল নবনী ছোট্ট শিশুদের মতন ! হাসতে হাসতেই বাস্তব পৃথিবীতে ফিরে আসে নবনী ।

এক জীবনে আর কত পাওয়া যায় !

সব তো পেয়েই গেছে সে !

বাকিটা নাহয় স্মৃতির ঘরেই কাটুক ! জীবনে তো কতই অপূর্ণতা থাকে। থাকনা এই জীবনটাও অপূর্ণ, অগোছালো আর অতৃপ্ত , একাকী ।

## এখানে খুব বৃষ্টি

সায়ক চক্রবর্তী

এখানে খুব বৃষ্টি এলে জল জমে যায় রোজ,  
ধানের চারা রোপণ করা গৃহস্থ নিখোঁজ।

শুকনো কোনো বর্ষাকালের ক্ষয়ক্ষতি কে মাপে?  
রাষ্ট্রবিরোধ, সব মিশে যায় জাহাজী প্রলাপে।

নোঙর তুলে এমনকালে বেরিয়ে গেলেন বিবেক  
অকাট্য যার পান্ডুলিপি, রাষ্ট্রদ্রোহ জিভে।

তোমরা যখন সরাইখানা, শিককাবাবের দেশে  
হিরোশিমায় বোম পড়েছে, আঁচ লেগেছে এসে।

তখনই সব রক্তস্নাত ভিড় জমে যায় পথে  
দেশের ভালো পড়ছে চাপা শাসক ও শপথে।

গানের সুরেই এসব বলেন সুজানা বা সিয়া,  
সামান্য সব পাওনা থাকায়, আমরা লিখি জিহাদ।

## Quiz:

14. BANGLA SISU BHOUTIK SAHITYE DUTI JANOPRIYO CHORITRO HOLO PETNI EBONG SAKCHUNNI. EDER MODDHE PARTHIKKO KI?

**ANS:**

15. EI BANGALI AVINETA TATHA PORICHALOK NIJER BARIR SAMNE BOARD LAGIYE RAKHTEN “BARIR MALIK HOITE SABDHAN”, “ANAND” CINEMA TE RAJESH KHANNAR CHORITRER JONNO PROTHOM PACHONDO CHILEN TINI, GUPI GAYINE BAGHA BAYINE CHOBIR TE GUPIR CHORITRER JONNO PROTHOM PACHONDO O CHILEN TINI. KON OVINETAR KOTHA BOLCHI?

**ANS:**

16. WALTER SAVAGE LANDOR CHILEN EAST INDIA COMPANYR EK OFFICER, MATRO 22 BACHOR BOYOSE KOLKATATE TAR MRITYU HOY, AJ O SOUTH PARK STREET CEMETRY TE GELE TAR SAMADHI DEKHTA PAWA JABE. TAR MRITYUR SOMOY TAR BABA LONDON E CHILEN EBONG TINI CHELER MRITYU SONGBAD PANNI, ONEK PORE TAR KACHE CHELER DHARER HISEB POUCHOY. K CHILEN WALTER SAVAGE LANDOR ER BIKHYATO BABA?

**ANS:**

17. EI STHAPOTTER PORIKOLPONA KOREN PROTHOM MARQUIESS WELLESLEY, ER STHOPOTIKAR CHILEN CAPTAIN CHARLS WYATT, ETI GORE TOLA HPY DERBYSHIRE ER KEDLESTON HALL ER ADOLE. BHAROTER BUKE PROTHOM LIFT EKHANEI BOSANO HOY. EKHANE GELE DEKHTA PAWA JABE TUIPU SULTANER SINGHASON. KISER KOTRHA BOLA HOCHCHE?

**ANS:**

18. MATRO 16 BACHOR BOYOSE KHOR BOROLAT HARDINGE K BOMA MERE HATYAR PROYAS KOREN INI. ENAR PURBO PURUSH DIGAMBAR BISWAS CHILEN NIL BIDROHER EK BIKHYATO NETA. RAJER BARTOMAN KARAMONTRI UJJWAL BISWAS ENAR E BANGSHODHOR. MATRO 16 BACHOR BOYOSE ENAR FASI HOY. K INI?

**ANS:**

19. BHAROTER JATIYO PAKHI NIRBACHONER SOMOY EI PAKHITI CHILO EKI GURUTTOPURNO PROTIJOGI, BIKKHATO POKKHBID SALIM ALI EI PAKHITIKE JATIYO PAKHIR AKKHA DEWAR JONNO SOWAL KOREN. KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION ER LOGOTEO AGE EI PAKHITIKE DEKHA JETO. KI NAM EI PAKHIR?

**ANS:**

20. KON BIKHYATO PROTISTHAN ANUMANIK 1720 SALE EKJON KOTWAL EBONG 45 JON PEON K NIYE GORE OTHE? EI PROTISTHAN TI ANUSTHANIK VABE SWIKRITI PAY 1856 SALE.

**ANS:**

21. KOLKATA POLICE E DETECTIVE DEPARTMENT PROTISTHA KORAR KRITITTO EI BYAKTI K DEWA HOY. EK E SATHE POLICE COMMISSIONER EBONG KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION ER CHAIRMAN ER DAYITTO O TINI PALON KOREN. FELUDAR MOTE JAKE VENGE FELLE KOLKATAR ARDHEK KOLKATATTO CHOLE JABE TAR PROTISTHATAO INI. KAR KOTHA BOLCHI, KI NAM SEI PROTISTHANER?

ANS:

ABIBAHITO MOHILARA ASSAVABIK MRITYUR POR PETNI HON, BIBAHITO MOHILARA ASAVABIK MRITYUR POR SAKCHUNNI HON. ( BIBAHITAR CHINHO SWARUP SAKCHUNNI DER HATE SAKHA THAKE, SEKHAN THEKEI TADER NAM HOI SAKCHUNNI

kishore kumar

charles dickens

raj bhavan

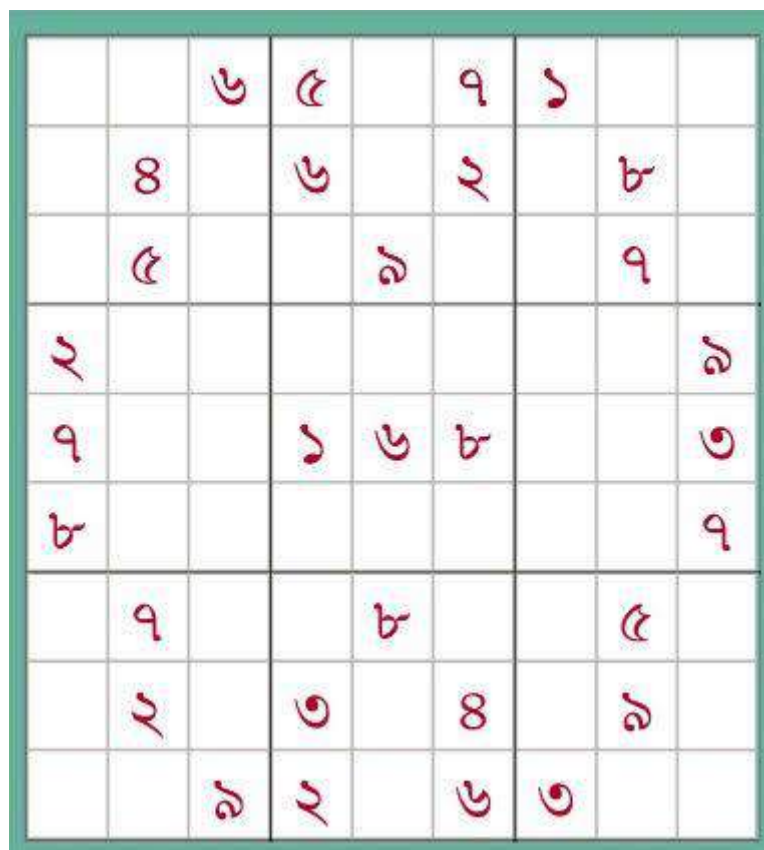
BASANTA BISWAS (FASI DEWAR JONNO BRITISH RA TAR KAGOJPOTRO TAMPER KORE BOYOS BARIYE DEKHAY 20 YRS. OTHOCHO TKHN TAR BOYOS CHILO 16 BACHOR)

HARGILE (THE GREAT INDIAN BUSTARD)

KOLKATA POLICE (1720 SALE KOLKATA CHILO MURSHIDABADER SASONADHIN, TAKHON KOLKATAR SURAKKHA ROKHHAR JONNO 46 JON BYAKTI KEI PROTHOM POLICE FORCE ER AKKHA DEWA HOY)

SIR STUART SAUNDERS HOGG HOGG MARKET/NEW MARKET ER PROTISTHATA.

সুদোকু



## বস্তুবাদ বনাম আধ্যাত্মিকতাবাদ

রীতা ঘোষাল

আজকে পৃথিবী কোন পথে এগোচ্ছে? এই প্রশ্ন শুধু আমার অথবা আপনার নয়, সমগ্র মানবজাতির।

সমস্ত সভ্য দেশগুলির দিকে তাকালে একটা চিন্তা আমাদের দিশাহারা করে তোলে। আমরা যে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছি তার নিরাপত্তা কতখানি! যাঁরা পরমাণু নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত তাঁরা মানুষের মঙ্গল নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন কি? যদি মাথা ঘামাতেন, তাহলে পরমাণু গবেষণা ও তার অগ্রগতি মানুষের মনে বিভীষিকাময় হয়ে উঠত না। প্রসঙ্গক্রমে হিরোশিমা ও নাগাসিকার কথা বলতে পারি। এত বছর পরেও সেখানকার স্থানীয় মানুষের জীবন-যন্ত্রনা তার সাক্ষ্য বহন করছে। আমাদের আধুনিক জীবনে বিজ্ঞানের অনেক অবদান আছে। বর্তমানে মানুষ ও বিজ্ঞান অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেছে। অন্য দিকে এই বিজ্ঞানই মানব সমাজের শান্তির বিঘ্ন ঘটছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন হয়ে উঠেছে দুর্বিনীত, অসংযমী, প্রতিহিংসাপরায়ণ, যা ক্রমে ক্রমে আমাদের পশুত্বের পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের জীবনে শান্তি নেই, প্রেম নেই, মানবতা নেই। মানুষের হৃদয় আজ মরুভূমির মতোই শুষ্ক ও ভগ্ন। মানুষ আজ দিশাহারা ও চঞ্চল। যে কোনো সময় বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঝলকানি সমগ্র মানবজাতিকে এক মুহূর্তে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। এই অনিশ্চিত অপমৃত্যুকে কি রোধ করা যায়না? রোধ করা যায়, তবে তার জন্য গভীর অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। একমাত্র আত্মিক বলের সাহায্যে আমরা এই ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে পারি। এই শক্তি আমাদের ফিরিয়ে দেবে প্রেম, শান্তি ও মানবতা। পরিণতির পর্বে আসবে বিশ্বপ্রেম, বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমানবতা। এই আত্মিক শক্তি অর্জনের চেষ্টা ভারতবর্ষ চিরকাল করে এসেছে। যা ভারতীয় দর্শনের মূল কথা। আধ্যাত্মিকতাই জীবনের মূল ভিত্তি। উত্তরাধিকার সূত্রে এই শিক্ষাই আমরা বেদের যুগের মুনি-ঋষিদের কাছ থেকে পেয়েছি। নিজের অন্তর আত্মাকে জানা মানে বিশ্বকে জানা। অন্তের মধ্যে দিয়ে অনন্তকে অনুভব করার কথাটি রামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলে আসছেন। হৃদয়ের ঐশ্ব্যে যাঁরা ঐশ্ব্যবান তাঁরাই সত্যিকারের সভ্য মানুষ। কিন্তু আজকে আমরা পথভ্রষ্ট। ইউরোপ-আমেরিকার বস্তুতান্ত্রিক ও প্রতিদ্বন্দ্বী সভ্যতার ধাক্কায় নিজেদের মৌলিক স্বত্তাকে হারিয়ে ফেলেছি। নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছি বস্তুতন্ত্রের ঘূর্ণিতে। বাহ্যিক শিক্ষা পেলেও মানসিক শিক্ষা পাচ্ছি না। স্বার্থপরতা, নীচতা, কাপুরুষতা, অমানবিকতা ও শঠতা আমাদের মানবিক গুণগুলিকে নষ্ট করে দিচ্ছে। আমাদের চারপাশের পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। যতক্ষণ না আমরা বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার বিষ ওগরাতে না পারছি ততক্ষণ আমাদের জীবনে শান্তি নেই, প্রেম নেই।

ইউরোপ-আমেরিকা দ্বিধাহীন ভাবে বস্তুবাদী। কিন্তু আমরা বস্তুবাদী হতে পারছি না কারণ আমাদের বিপরীতমুখী পিছনটান রয়েছে। ফলে আমাদের মধ্যে একটা দোদুল্যমানতা আসছে। তাই আমরা আরো বেশি দিশাহারা, চঞ্চল ও অস্থির। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে কোন পথ আমাদের জন্য সঠিক। আমরা যদি ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে স্বীকার করি এবং ভারতবাসী বলে নিজেদের স্বাভাবিক বজায় রাখতে চাই - তাহলে আধ্যাত্মিকতার চর্চা আজকের দিনে একান্তভাবে প্রয়োজন। আধ্যাত্মিকতাকে জীবনের মূল ভিত্তি করে বস্তুবাদের দিকে এগোবো। বিজ্ঞানের যেটুকু প্রসার ঘটবে তা শুধুমাত্র মানব কল্যাণের কাজে নিয়োজিত হবে। শুধু যুদ্ধ নয়, হানাহানি নয়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয় - মানুষের আবিষ্কৃত সমস্ত শক্তির ব্যবহার দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে ও মানুষে মানুষে বিশ্বভ্রাতৃত্ব, বিশ্বমানবতা ও বিশ্বশান্তির সেতু গড়ুক।



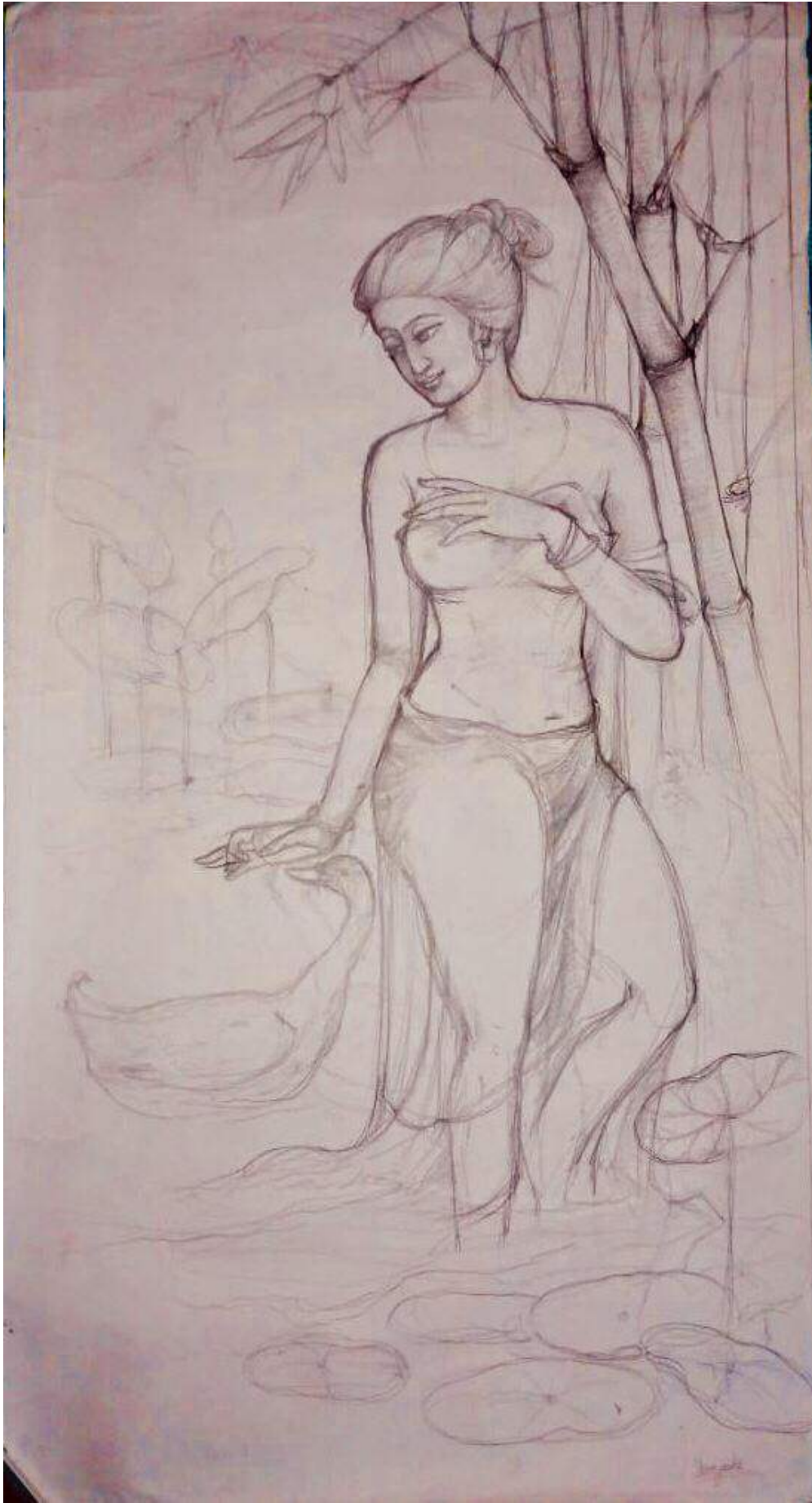
Travelog:

লখনৌ



দেবার্ঘ্য চক্রবর্তী





শ্রেয়সী বিশ্বাস

## একটুকরো চিরকুট

দেবার্ঘ্য চক্রবর্তী

একটুকরোই কিন্তু আছে,  
সবটুকরো জুড়বে যতো...  
একটি থেকে অদ্বিতীয়  
হয়েই যাবে নিজের মতন..

নিজের মতন, আমার মতন করে পারবে তুমি বদলাতে?

একটুকরোই সবটা জানে,  
বিকেলবেলার সাবেক শহর,  
গাড়ির কাঁচে সরে যাওয়া  
গাছের মতোই... একলা..কবর

পাথরের অজানা পদবি ফেলে চেনা নাম হতে পারতে?

একটুকরোই দিনের শেষে  
ভবিতব্যের কথা বলে,  
পিঠ ঘেঁষানো দেয়ালে নাম  
না দেওয়াল ঘেঁষা ছবির গালে?

রজনীগন্ধার মালা সরিয়ে একটা চুমুও তো খেতে পারতে ।





নিলোফার আলি শা



In association with : দূরদেশী



Courtesy: Sohan Ghosh , Sayak Chakraborty , Debarghya Kumar Chakraborty

